গুসকরা মহাবিদ্যালয়

[ন্যাক মূল্যায়িত 'এ' গ্রেড ডিগ্রী কলেজ]

স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য – ২০১৯

[Choice Based Credit System (C.B.C.S.) with Six Semesters]

আবেদনকারীদের অবশ্য করণীয় কাজ -

- এককপি রঙিন ছবি (১০০ কেবি) ও সই (৩০ কেবি) স্ক্যান করতে হবে।
- নথি/শংসাপত্র স্ক্যান করতে হবে (প্রতিটি ১০০ কেবি করে) – (১) জন্মতারিখের প্রমাণ-রূপে মাধ্যমিক/সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, (২) উচ্চমাধ্যমিক/সমতুল পরীক্ষার মার্কশীট, (৩) স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, (৪) SC/ST/OBC-A/OBC-B শংসাপত্র (যদি থাকে), (৫) PwD শংসাপত্র (যদি থাকে)।
- ই-মেল আই ডি - যাদের ই-মেল আই ডি নেই তাদের ই-মেল আই ডি তৈরী করতে হবে এবং তা চালু রাখতে হবে।
- চালু মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

১) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখিত যে কোন স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল থেকে ২০১৯, ২০১৮, ২০১৭ ও ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রী আবেদন করতে পারবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির নিয়মানুযায়ী গুসকরা মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী মোট দু'বারের বেশী এই কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

২) আবেদনকারীরা কেবলমাত্র অনলাইন (Vide G.O. No. 500-Edn(CS)/10M-95/16 dt. 08.05.2017)–এ গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (**www.guskaramahavidyalaya.org** & **www.gushkaramahavidyalaya.in**)–এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

৩) রেজিস্ট্রেশন ফি –
ক) দিবাবিভাগ -(i) সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে অনার্স - ১৫০ টাকা, (ii) সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে অনার্স ও ১টি জেনারেল কোর্স- ১৫০ টাকা, (iii) শুধুমাত্র ১টি জেনারেল কোর্স - ৭০ টাকা।
খ) প্রাতঃবিভাগ – শুধুমাত্র ১টি জেনারেল কোর্স -৭০ টাকা।
দিবা ও প্রাতঃবিভাগে আবেদন করতে হলে **পৃথকভাবে** করতে হবে।

৪) রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাডমিশন ফি কেবলমাত্র অনলাইন (Debit/Credit Card/Net Banking)-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৫) প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে অনলাইন সাইটে প্রদত্ত সাধারণ তথ্য ও নিয়মাবলী সমন্বিত College Prospectus – 2019 ফর্ম পূরণ করার আগে ভালভাবে দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

৬) অনার্স কোর্সে (শুধুমাত্র দিবাবিভাগে) একজন ছাত্র/ছাত্রী সর্বাধিক তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবে এবং এর সাথে দিবাবিভাগে জেনারেল কোর্সেও আবেদন করতে পারবে।

৭) জেনারেল ও সাম্মানিক কোর্সে প্রথম সেমিস্টারে আবেদনের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পরিবেশবিদ্যা (compulsory) বাদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫টি বিষয় মেধাতালিকা তৈরীতে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে পরিবেশবিদ্যা যদি Compulsory Elective / Optional Elective-এর মধ্যে থাকে তবে সেটি best five-এর মধ্যে গণ্য হবে।

৮) ক) দিবাবিভাগ - উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গড়ে ৪৫ শতাংশ বা তার অধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা সহ) ছাত্রছাত্রীরাই কলাবিভাগে জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।
খ) প্রাত:বিভাগ –উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (অন্তত: ১টি ভাষা সহ) ছাত্রছাত্রীরা কলাবিভাগে জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

৯) ক) দিবা বিভাগে জেনারেল কোর কোর্স হিসাবে ভূগোল বিষয় নিতে হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ে উত্তীর্ণ (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) হতে হবে।
খ) দিবা বিভাগে জেনারেল কোর কোর্স হিসাবে শারীরশিক্ষা বিষয় নিতে হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় শারীরশিক্ষা বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে বা মহকুমা/জেলা/রাজ্য/জাতীয় স্তরে ন্যূনতম যে কোন একটি ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য শংসাপত্র থাকতে হবে।

১০) ক) দিবা বিভাগে বিজ্ঞান শাখায় জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতে হবে এবং রসায়ন বিষয়ে আবশ্যিকভাবে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ) বাণিজ্য শাখায় জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

১১) মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। আবেদন করা মানেই ভর্তি নয়।

১২) কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে অনার্স পাওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নিম্নরূপঃ

ক) **কলা বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা সহ)৫টি বিষয়ের গড় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) যে বিষয়ে অনার্সের জন্য আবেদন করা হবে সেই বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(iii) যদি উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস না থাকে তাহলেও আবেদনকারী এই তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবে, সেক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ের দুটির মধ্যে যেটিতে বেশী নম্বর আছে সেই বিষয়ের নম্বর গণ্য হবে।সেক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(iv) ভূগোলে অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে এবং ভূগোল বিষয়ে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণহতে হবে।

(v) অর্থনীতি বিষয়ে অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ এবং গণিত বিষয়ে উত্তীর্ণ হতেই হবে। অর্থনীতি না থাকলে গণিতে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকলেও অনার্সে আবেদন করা যাবে।

খ) **বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা বিষয় সহ) ৫টি বিষয়ের গড় ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) বিজ্ঞান বিভাগের সকল বিষয়ের আবেদনকারীদের রসায়ন বিষয়ে (থিওরি ও প্রাক্টিক্যাল আলাদা আলাদাভাবে) উত্তীর্ণ হতেই হবে।

(iii) যে বিষয়ে অনার্সের জন্য আবেদন করা হবে সেই বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে এবং থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(iv) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অনার্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় গণিতে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

(v) রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আবেদনকারীদের উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ (থিওরি ও প্রাক্টিক্যাল আলাদা আলাদাভাবে) হতে হবে।

(vi) পুষ্টিবিদ্যা অনার্সের ক্ষেত্রে যাদের উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পুষ্টিবিদ্যা আছে তাদেররসায়ন ও বায়োলজিক্যাল সায়েন্স/বটানি/জুওলজি বিষয়ে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(vii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পুষ্টিবিদ্যা না থাকলে সেক্ষেত্রে রসায়ন, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স/বটানি/জুওলজি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকলেও (থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে) পুষ্টিবিদ্যা অনার্সে আবেদন করতে পারবে।

গ)**বাণিজ্য বিভাগে অনার্সঃ**

(i) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত (অন্তত: ১টি ভাষা বিষয় সহ)৫টি বিষয়ের গড় ৪৫ শতাংশ হতে হবে।

(ii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় একাউন্টেন্সি বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

ঘ) যারা স্বীকৃত বোর্ড / কাউন্সিল থেকে একটি ভাষা সহ চারটি বিষয় নিয়ে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ উত্তীর্ণরা অনার্সে ও ৪৫ শতাংশের কম নম্বর প্রাপ্তরা জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

ঙ) **ভোকেশনাল কোর্সের আবেদনকারীদের জন্য**–

(i) আবেদনকারীরা শুধুমাত্র জেনারেল কোর্সে আবেদন করতে পারবে।

(ii) দিবাবিভাগ –(a) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ন্যূনতম গড় ৬৫ শতাংশ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। (b) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (c) যে বিষয়গুলিতে প্র্যাক্টিক্যাল আছে সেই বিষয়গুলিতে থিওরি ও প্রাক্টিক্যালে আলাদা আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। (d) বাণিজ্য শাখায় আবেদনকারীদের গণিতেও উত্তীর্ণ হতে হবে।

(iii) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা প্রাতঃবিভাগে আবেদন করতে পারবে।

১৩) **ক্লাস শুরুর দিন ভেরিফিকেশনের সময় অনলাইন আবেদনপত্রের কপি ও নিম্নলিখিত নথি/শংসাপত্রগুলির অরিজিনাল দেখাতে হবে এবং ঐ সমস্ত নথি/শংসাপত্রগুলির স্বপ্রত্যয়িত ফোটোকপিও আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।**

ক) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশীট।

খ) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট,স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট।

গ) SC/ST/OBC-A/OBC-B/PwD হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তর প্রদত্ত সংরক্ষণ শংসাপত্র কেবলমাত্র গ্রাহ্য হবে।

ঘ) জেনারেল কোর্সে শারীরশিক্ষা বিষয়ে কোর কোর্স নিতে হলে - উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় শারীরশিক্ষা বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে বা মহকুমা/জেলা/রাজ্য/জাতীয় স্তরে ন্যূনতম যে কোন একটি ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শংসাপত্র থাকতে হবে।

১৪) আবেদনকারীদের খুব সতর্কতার সাথে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। ফাইন্যাল সাবমিশনের আগে ফর্মে দেওয়া তথ্যগুলি ভাল করে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক ফি জমা না দিলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

১৫) **আবেদনকারীদের প্রদত্ত তথ্যে কোন ভুল থাকলে যে কোন সময় তাদের আবেদনপত্র অথবা ভর্তি বাতিল করা হবে। প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না।**

১৬) দিবাবিভাগে – অনলাইনে মোট ১৫টি মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হবে। ১ ম থেকে ১৩ তম মেরিট লিস্টে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভর্তি অনলাইনে বাতিল করতে পারে। সেক্ষেত্রে অনলাইনেই বাতিল করতে হবে এবং ভর্তি বাতিল করলে ভর্তি ফি-র ৮০ শতাংশ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ১৩ তম মেরিট লিস্টের পর আর ভর্তি বাতিল করা যাবে না।

১৬) প্রাতঃবিভাগে - অনলাইনে ১ ম থেকে ৮ ম মেরিট লিস্টে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভর্তি বাতিল করতে পারে। সেক্ষেত্রে অনলাইনেই বাতিল করতে হবে এবং ভর্তি বাতিল করলে ভর্তি ফি-র ৮০ শতাংশ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ৯ ম মেরিট লিস্টের পর আর ভর্তি বাতিল করা যাবে না।

মেরিট পয়েন্ট গণনা

(ক) অনার্সের মেরিট লিস্টে ক্রম নির্ধারণের জন্য মেরিট পয়েন্ট **E + H** যোগকরে বের করা হবে, যেখানে,

E= সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাঁচটি (অন্ততঃ একটি ভাষা বিষয়-সহ) বিষয়ের গড় শতাংশ

[যারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল থেকে চারটি বিষয় (অন্ততঃ একটি ভাষা বিষয়-সহ) নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের **E** চারটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড় শতাংশের সাথে যে বিষয়ে আবেদনকরা হচ্ছে তার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগফল হবে]

ও

H= আবেদন করা বিষয় বা তার সহকারী* বিষয় প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ

[* সহকারী বিষয় – আবেদন করা বিষয়টি না থাকলে পরে যে বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচ্য। নির্দেশাবলীর ১২ নম্বর পয়েন্টটি প্রণিধানযোগ্য]

দুই বা তার অধিক আবেদনকারীর মেরিট পয়েন্ট যদি এক হয় সেক্ষেত্রে **H** যার বেশী হবে তাকে মেরিট লিস্ট ক্রমাঙ্কে উপরে রাখা হবে। যদি **H**-ও এক হয়, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর-প্রাপ্ত ভাষা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর মেরিট লিস্টের ক্রম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।

(খ) জেনারেলের (Day Section ও Morning Shift উভয়রেই) মেরিট লিস্টে ক্রম নির্ধারণ -

সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাঁচটি (অন্ততঃ একটি ভাষা বিষয়-সহ) বিষয়ের গড় শতাংশ বিবেচিত হবে।

অধ্যক্ষ

গুসকরা মহাবিদ্যালয়